মায়ের বিলাপ, 'আমার পোলার কী অপরাধ'

নিজস্ব প্রতিবেদক

মোস্তফা জামাল

'আমার পোলার কী অপরাধ। তারে ক্যান মারছে, আল্লাহ যেন এর বিচার করে।' ছেলে জামালকে হারিয়ে এসব বলেই বিলাপ করছিলেন মা শাহনাজ পল্লবী।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় শনিবারের বিক্ষোভের ঘটনার সময় গুলিতে আহত যুবক মোস্তফা জামাল হায়দার (২৮) ঢাকার জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রোববার সকালে মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে রূপগঞ্জে শোকের ছায়া নেমে আসে।

গতকাল জামালদের রূপগঞ্জের হরিণানদীর পাড়ের ছোট্ট টিনশেড বাড়িতে গেলে শোনা যায় মাতম। বাড়িটি ঘিরে ভিড় জমিয়ে ছিল এলাকাবাসী। ভেতরে ছেলের নানা স্মৃতির কথা তুলে আহাজারি করে কাঁদছিলেন জামালের মা। স্বজনেরা তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। জানা গেল, কাঁদতে কাঁদতে জামালের বাবা মো. আবদুল রফিকের শোকে পাথর অবস্থা। তিনি প্রায় বাকরুদ্ধ।

বিকেলে জামালের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এ সময় ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে পুলিশ লাশটির সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। বাড়িতে লাশ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

এলাকায় বর্তমানে জায়গার দাম বিঘাপ্রতি ৩০ লাখ টাকার বেশি। সিএমএইচে নেওয়া হয়।

মায়ের বিলাপ, 'আমার পোলার কী অপরাধ'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেওয়ার জন্য জামালের আত্মীয়স্বজন ও এলাকাবাসী সেখানে ভিড় করেছিল। ময়নাতদন্ত শেষে রাত নয়টার পর তারা লাশ নিয়ে রূপগঞ্জে রওনা হয়।

মর্গে জামালের বাবা মো. আবদুল রফিক *প্রথম আলো*সহ অন্য সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, সেনাসদস্যরা তাঁর ছেলেকে গুলি করে হত্যা করেছেন।

আবদুল রফিক জানান, শনিবার সকালে জামাল তাঁর সঙ্গে বসে সকালের নাশতা খান। একফাঁকে তিনি যে মিছিলে গেছেন, তা তিনি টেরও পাননি। 'এর পর থেকে এখন পর্যন্ত কিছু মুখে দেই নাই। আর খেয়েই বা কী করব! আমার ছেলে তো আর খাবে না।' বলেন শোকাহত বাবা।

আবদুল রফিক জানান, প্রথমে তিনি শুনেছিলেন, তাঁর বড় ছেলে আহত হয়েছেন। ছেলের খোঁজে প্রথমে যান রূপগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেতে বলা হয়। ঢাকা মেডিকেলে গিয়েও জামালকে না পেয়ে যান পঙ্গু হাসপাতালে। সেখানে গিয়ে জামালকে তিনি কাতরাতে দেখেন। সেখানকার চিকিৎসকেরা জানান, গুলিতে জামালের ডান পায়ের হাড় ভেঙে গেছে এবং তাঁর রক্তনালি ছিঁড়ে গেছে। তাঁকে হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নেওয়া না হলে বাঁচানো যাবে না। রফিক বলেন, 'হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নিয়ে আট ব্যাগ রক্ত দিয়েও তাঁকে বাঁচানো গেল না।'

হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্ট শল্যচিকিৎসক *প্রথম আলো*কে জানান, শনিবার রাতে জামালকে অজ্ঞান অবস্থায় আনা হয়। এ সময় তাঁর হৃৎস্পন্দন ছিল না। চিকিৎসক বলেন, জ্ঞান ফিরে না আসায় গুলিতে ছিঁড়ে যাওয়া রক্তনালি জোড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় রক্তক্ষরণে জামালের মৃত্যু হয়।

রফিক সাংবাদিকদের বলেন, 'সেনাদের কারণে এলাকায় দীর্ঘদিন জমি রেজিস্ট্রি করা বন্ধ রয়েছে। জমিজমার দামও কমে গেছে। সেনাবাহিনীর কারণে কেউ জমি কিনতেও আসত না।'

রফিক জানান, ২০০০ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পর জামাল তাঁর সঙ্গে কৃষিকাজ করতেন। তিনি শাড়ির ব্যবসা করতে চাইলেও পুঁজি ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল, জমি বেচে ছেলেকে ব্যবসার টাকা দেবেন। জামাল দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন।

জামালের বাবা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'সেনাবাহিনী হাজার হাজার মানুষের অধিকার হরণ করেছে।'

মর্গে উপস্থিত জামালের প্রতিবেশীরাও তাঁর 'হত্যাকাণ্ডের' সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

সেনা কর্তৃপক্ষ জনতার ওপর গুলি করার কথা অস্বীকার করে বলেছে, বিক্ষুব্ধ লোকজন সেনাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে 'দুর্ঘটনাবশত' কয়েকটি গুলি বেরিয়ে যায় এবং তাতে একজন বেসামরিক ব্যক্তি আহত হন।

নয়জন হাসপাতালে : গুলিবিদ্ধ নয়জন গতকাল রোববার রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এঁদের মধ্যে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) পাঁচজন, ঢাকা মেডিকেল ও সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) দুজন করে চিকিৎসাধীন। বাকি পাঁচজন চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে ফিরে গেছেন।

ঘটনার পর গুলিবিদ্ধ ১৫ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। জানতে চাওয়া হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাজুয়ালটি ব্লকের সহকারী রেজিস্ট্রার নাদিয়া ফারজানা ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, হাসপাতালে আসার পর গুলিতে হাড় ক্ষতিগ্রস্ত ছয়জনকে পঙ্গু হাসপাতালে ও দুজনকে সিএমএইচে স্থানান্তর করা হয়। নাদিয়া জানান, দুজনের রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছিল না বলে তাঁদের সিএমএইচে পাঠানো হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুজনের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত। তাঁরা উরুতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। অস্ত্রোপচার করে গুলি বের করা হয়েছে।

এদিকে গতকাল বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুজন পালিয়ে গেছেন বলে কর্তব্যরত এক চিকিৎসক জানান।

সেনাবাহিনীর সদস্যদের জমি কেনা নিয়ে বিরোধের জের ধরে গতকাল রূপগঞ্জের কায়েতপাড়ায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সড়ক অবরোধ করে। একপর্যায়ে সেনাসদস্যদের সঙ্গে এলাকাবাসীর চার প্রতিনিধির আলোচনার সময় একজন গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সেনাক্যাম্প ঘেরাও করলে পুলিশ ও র‍্যাব তাদের উদ্ধার করতে যায়। এতে এলাকাবাসীর সঙ্গে পুলিশ ও র‍্যাবের সংঘর্ষ বেধে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোড়ে। এ সময় ১৫ এলাকাবাসী ও ছয়জন সেনাসদস্য আহত হন।

রূপগঞ্জে আতঙ্ক, একজনের মৃত্যু

তিন-চার হাজার গ্রামবাসীকে আসামি করে মামলা

গুলিবিদ্ধ মোস্তফা জামালের মৃত্যুর খবর শুনে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে স্বজনদের আহাজারি ● ছবি : প্রথম আলো

নিজস্ব প্রতিবেদক ও
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ●

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পরিস্থিতি গতকাল শান্ত থাকলেও সম্ভাব্য ধরপাকড় ও হয়রানির ভয়ে গ্রামবাসীর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সেনা আবাসন প্রকল্পের (আর্মি হাউজিং স্কিম) জমি কেনা নিয়ে শনিবার গ্রামবাসীর সঙ্গে সেনা, র‍্যাব ও পুলিশের সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে গতকাল একজন মারা গেছেন। তাঁর নাম মোস্তফা জামাল হায়দার (২৮)।

এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামা তিন-চার হাজার গ্রামবাসীকে আসামি করে মামলা করেছে পুলিশ। রূপগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ মুনসেফ এ মামলার বাদী। আসামিদের বিরুদ্ধে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়েছে। এতে ছয়জনের নাম উল্লেখ করা হয়। র‍্যাবের পক্ষ থেকেই একটি মামলা করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার বিশ্বাস আফজাল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, এ ঘটনায় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও মামলা করা হবে।

রূপগঞ্জ বাজার ছাড়া আশপাশের সব এলাকার দোকানপাট গতকাল বন্ধ ছিল। গ্রামের রাস্তাঘাটও ছিল প্রায় ফাঁকা।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

রূপগঞ্জে আতঙ্ক, একজনের মৃত্যু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রেপ্তারের ভয়ে অনেক লোক গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে এলাকায় তিন শতাধিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সেনাক্যাম্প নিয়ে প্রশ্ন : গ্রামবাসী জানান, ছয় মাস আগে থেকে রূপগঞ্জ উপজেলার কায়েতপাড়া ও রূপগঞ্জ ইউনিয়নের ২৪টি মৌজায় জমি কেনা শুরু করেন সেনা আবাসন প্রকল্পের কর্মকর্তারা। তাঁরা উপজেলার তানমুশরি, পূর্বগ্রাম, ইছাপুরা ও রূপগঞ্জ সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের পাশে ক্যাম্প বসিয়ে ওই প্রকল্পের নামে প্রায় জোর করে জমি কিনতে শুরু করেন। এ জন্য সেনাবাহিনী চারটি অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে। এলাকার লোকজন এভাবে ক্যাম্প বসিয়ে জমি কেনার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

জানতে চাইলে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম এ বিষয়ে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'সেনাবাহিনীর তিন ধরনের ক্যাম্প থাকতে পারে। এগুলো হচ্ছে প্রশিক্ষণ, অপারেশন ও প্রশাসনিক। জনগণের ক্ষতি না করেই ক্যাম্প করার নিয়ম রয়েছে। ক্যাম্পের কারণে যদি কারও ক্ষতি হয়, সেটা দিতে হবে।'

গতকাল সকালে রূপগঞ্জ এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, রূপগঞ্জ সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে বহুতল সাইজউদ্দিন ভিলা। এ ভবনের তৃতীয় ও চতুর্থ তলাজুড়ে সেনা আবাসন প্রকল্পের সাইট অফিস। এলাকার লোকজন জানান, প্রতিদিন সকাল থেকেই সেনাসদস্যরা সেখানে অবস্থান করে জমি কেনাবেচা তদারক করতেন। এদের নিয়ন্ত্রণ করতেন মেজর পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। তাঁদের অনুমতি ছাড়া নির্ধারিত ২৪টি মৌজার জমি মানুষ কেনাবেচা করতে পারত না।

রূপগঞ্জের সাব-রেজিস্ট্রার নাজমুল আলম প্রধান *প্রথম আলো*কে বলেন, কায়েতপাড়া ও রূপগঞ্জ ইউনিয়নের ২০টি পূর্ণ ও চারটি আংশিক মৌজায় জমি কেনাবেচা না করার জন্য মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিলেন সেনাসদস্যরা। এসব মৌজায় জমি কিনতে বা বিক্রি করতে হলে তাঁদের অনুমতি নিতে হতো। তিনি বলেন, সেনাসদস্যরা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের ভেতর বসে থাকতেন। তাঁরা গ্রামের লোকজনকে দলিল করতে দিতেন না। কেউ দলিল করলেও তাঁকে টিপ সই দিতে দিতেন না। তিনি বলেন, গত বুধবার গ্রামের কয়েক শ মানুষ এর প্রতিবাদ করলে সেনা আবাসন প্রকল্পের একজন কর্মকর্তা ওই ২৪টি মৌজার মাত্র ১৫টি দলিল সম্পাদনের অনুমতি দেন। এ নির্দেশের কোনো বৈধতা আছে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা বেআইনি। কেউ এভাবে জমি কেনাবেচায় বাধা দিতে পারেন না।

রূপগঞ্জ দলিল লেখক সমিতির আহ্বায়ক কাজী আমানউল্লাহ *প্রথম আলো*কে বলেন, ২৪টি মৌজার জমি কেনাবেচায় সেনাসদস্যরা বাধা দিতেন। ভয়ে দলিল লেখকেরাও ওই সব এলাকার দলিল করতে চাইতেন না।

ইছাপুরা বাজার এলাকার মুদি দোকানি আবদুর রউফ বলেন, তাঁর তিন বিঘা জমি আছে। এই জমির বাজারমূল্য প্রতি বিঘা ৫০ লাখ টাকা। কিন্তু সেনা আবাসন প্রকল্পের জন্য ১৪-১৫ লাখ টাকা দরে জমি বিক্রি করতে চাপ দেওয়া হয়।

রূপগঞ্জ বাজারের হোমিও চিকিৎসক জোগীষ চন্দ্র জানান, ওই এলাকায় বর্তমানে জায়গার দাম বিঘাপ্রতি ৩০ লাখ টাকার বেশি। কিন্তু সেনাবাহিনীর আবাসন প্রকল্পের লোকজন সেই জমি ১২ থেকে ১৪ লাখ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য করতেন। যাঁরা এই দামে জমি বিক্রি করতে রাজি হতেন না, তাঁদের দলিল ছিঁড়ে ফেলা হতো।

গ্রামের আরেক ব্যক্তি জানান, কায়েতপাড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান হবু মিয়ার ছোট ভাই মহিবুল হজে যাওয়ার জন্য তাঁর আরেক ছোট ভাইয়ের কাছে জমি বিক্রি করতে চাইলে সে জমি বেচতে দেওয়া হয়নি। সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সামনেই তাঁর দলিল ছিঁড়ে ফেলেন এক সেনাসদস্য। রূপগঞ্জ এলাকায় এ রকম অভিযোগকারীর সংখ্যা অনেক।

এলাকাবাসী জানান, এসব কারণেই কায়েতপাড়া ও রূপগঞ্জ ইউনিয়ন এলাকার প্রায় ৪০ গ্রামের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। এই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে শনিবার।

নেপথ্যে আবাসন কোম্পানি : এলাকাবাসীর অনেকেই জানিয়েছেন, এ এলাকায় ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রায় ২০টি আবাসন কোম্পানি রয়েছে। এরা জায়গা দখল করে শত শত সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছে। ইছাপুরা থেকে রূপগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এ রকম শত শত সাইনবোর্ড চোখে পড়ে। তবে বেশির ভাগ স্থানে কিছু জায়গা বালু দিয়ে ভরাট করা ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। অনেকে বলেছেন, সেনা আবাসন প্রকল্পের জমি কেনার কারণে এসব প্রকল্পের লোকজন সংকটে পড়ে। গ্রামবাসীকে খেপিয়ে তোলার পেছনে তাঁদেরও ইন্ধন রয়েছে। ঘটনার সময় শত শত মানুষ একই ধরনের গেঞ্জি পরে ছিলেন। এঁদের গায়ে বিশেষ স্লোগান লেখা ছিল, হাতে ছিল দুই ফুট লম্বা লাঠি।

দালালশ্রেণী : গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সেনা আবাসন প্রকল্পের জমি কেনার জন্য কিছু দালাল গড়ে উঠেছিল। কায়েতপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জায়েদ আলী ও আওয়ামী লীগের আরেক নেতা তারেক এই চক্রের হোতা। এঁরা গ্রামবাসীকে ভয় দেখিয়ে কম দামে জমি বেচতে বাধ্য করতেন।

জানতে চাইলে রূপগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান ভূঁইয়া বলেন, সেনাবাহিনীর জমি বেচাকেনা নিয়ে একটি সমঝোতা হওয়ার পর পরিকল্পিতভাবে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে। ঘটনায় আহত হয়ে যাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, তাঁদের দু-একজন ছাড়া সবাই বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

দুজন নিখোঁজ : রূপগঞ্জ উপজেলার ইছাপুরা বানিয়াছনী এলাকার মুদি দোকানি শহর আলী অভিযোগ করেন, শনিবার সকালে তাঁর ছেলে মাসুদ (৩২) এলাকার লোকজনের সঙ্গে মিছিলে যান। মিছিলটি ইছাপুরা ব্রিজের কাছে গেলে গুলি ছোড়া হয়। এতে মাসুদ ও সাইদুর রহমান গুলিবিদ্ধ হন। তিনি জানান, এর পর থেকে বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করেও তাঁদের পাওয়া যাচ্ছে না। কায়েতপাড়ার বাসিন্দা মোস্তফা মোল্লা অভিযোগ করেন, সেনাক্যাম্পে তাঁর ছেলে শমসের মোল্লার পড়ে থাকার ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। কিন্তু তার কোনো খোঁজ নেই।

রূপগঞ্জ থানার পরিদর্শক আক্তারুজ্জামান জানান, শনিবারের সংঘর্ষের সময় সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে একজন বেসামরিক লোককে গুরুতর আহত অবস্থায় সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে সিএমএইচে নেওয়া হয়।